126

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAR 1 1999
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

বাংলা বিশ্বকোষ 'বাংলাপেডিয়া'

জ্ঞানের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। একটা দেশের ইতিহাস সাধারণ অর্থে শুধু তাদের জাতীয় জীবনের সমস্ত দিকের জ্ঞানের নির্যাস হলেও বৃহত্তর অর্থে তা তো মানব সমাজের ইতিহাসেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমসাময়িককালে মানুষের জ্ঞানের পরিধি এত বহুমুখী ও বিচিত্রধর্মী হয়ে পড়েছে যে, এখন তাকে মোটামুটি বিধৃত করতে গেলে কিছু কিছু আকর গ্রন্থের প্রয়োজন। 'দি বাংলাপেডিয়া প্রজেক্ট' (১৯৯৮-২০০১) তেমনি একখানি মূল্যবান বিশ্বকোষসম দলিল। আমাদের দেশের উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও সুবর্ণ ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশের জন্য বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ একখানি মহামূল্যবান সম্পদ। এই বিশ্বকোষ সর্বমোট ১০ খণ্ডে প্রকাশিত হবে। এর সামগ্রিক শব্দসংখ্যা হবে প্রায় ১৫ লাখের মতো। এর মধ্যে থাকবে বাংলাদেশের মানুষের চিন্তাধারা এবং তাদের জীবনযাত্রার চালচিত্র, বিশ্বাস ও নানাবিধ কার্যাবলী, আচার-আচরণ, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, স্মরণীয় ঘটনাবলী, বিভিন্নমুখী কার্যপ্রক্রিয়া, বরেণ্য ব্যক্তিত্বের ও বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন ও পরিবেশের বর্ণনা প্রভৃতি। এতে আরও থাকবে এ দেশের গাছ-গাছালি, লতা-পাতা ও ফল ফুল, পাখ-পাখালি, যার অপূর্ব হিরন্ময় দ্যুতি কয়েক শতাব্দী ধরে বাঙালী জাতির উজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছে। এই মহামূল্যবান বিশ্বকোষমালা বাংলা ও ইংরেজী দু'ভাষাতেই প্রকাশিত হবে। তাছাড়া তথ্য প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের এই যুগে ইংরেজী আকরগ্রন্থটি মূলত বিদেশের বোদ্ধাজনের জন্য সিডিরমে ধারণ করা হবে। এতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত এ দেশের মানুষের গোষ্ঠীগত ও ব্যষ্টিক জীবনধারার আনুপূর্বিক বর্ণনা থাকবে। এদিক থেকে এই প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে তা বাংলাদেশের সহস্র বছরের ইতিহাস, জীবনদর্শন, নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের এক বিশেষ দরজা সারা বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত করে দেবে। এই বিশাল প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে দশ কোটি টাকা অর্থাৎ মার্কিন মুদ্রায় ২২ লাখ ডলার। উনিশ শ' আটানব্বই থেকে শুরু করে পাঁচ বছর সময় লাগবে এই প্রকল্প শেষ করতে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর একটা গর্বিত স্বাধীন জাতির ইতিহাসের বিভিন্নমুখী ধারার সম্মিলন এই নতুন প্রকল্পের পিছনে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশে'র আওতায় এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। আর এ প্রকল্পে সহযোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি, ইউনেস্কো, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন এনজিও এবং ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্বকোষের মতো আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই কোষগুলো রচিত হবে। তুলনার সুবিধার জন্য 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব জাপান', 'টার্কিস এনসাইক্লোপেডিয়া, 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব বর্মা', 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব দি স্টেটস', 'আজারিয়া' (এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইরান), 'এনসাইক্লোপেডিয়া ইন্ডিকা', 'অস্ট্রেলিয়ান এনসাইক্লোপেডিয়া এবং আরও বহুদেশীয় এনসাইক্লোপেডিয়ার অনুসরণে। এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই পৃথিবীখ্যাত 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা'র নাম এসে পড়ে। যদিও এর বিস্তৃতি আরও সুবিশাল। তবুও আশা করা যায়, এই গ্রন্থকোষগুলো অবশ্য এই কোষ রচয়িতাদের যোগাবে অসীম অনুপ্রেরণা। এখানে নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা যোগাবে অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায়ের মৌলিক গ্রন্থ 'বাঙালীর আদিপর্ব'–এর মতো জ্ঞান ভাণ্ডার। এই গ্রন্থপুঞ্জ একাডেমিক গোষ্ঠী, এনজিওসমূহ, ছাত্র, শিক্ষক, সর্বস্তরের পেশাদার মানুষ বিশেষত আইনজীবী, সাংবাদিক ও নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের অতীত ও বর্তমানকে কালের নিরিখে তথা বিশ্ববীক্ষণের মাধ্যমে এক অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের সোনালী দরোজার দ্বার উন্মোচিত করবে। এ দেশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মকেও এই বাংলা বিশ্বকোষ দান করবে এক বিশাল তথ্যভাণ্ডার।

প্রসঙ্গত বাংলাদেশের সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডারকে প্রশাসনিক-একাডেমিক ব্যবস্থাপনার দিক থেকে ছয় ভাগে ভাগ করা হবে। যথা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, কলা ও মানবিক বিদ্যা, সমাজ ও অর্থনীতি, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র পরিচালনা, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান। এই সমস্ত বিভাগের জন্য নিজ নিজ বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গকে জড়ো করা হয়েছে। এতে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পণ্ডিতজনদের বেছে নেয়া হয়েছে। তদুপরি আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন, জাপান, নরওয়ে, রবীন্দ্র ভারতীর অধ্যাপক সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক রজতকুমারসহ সারা দুনিয়ার নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে এক ঝাঁক স্বনামধন্য পণ্ডিতকে এই মহান প্রকল্পে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এই বিশাল প্রকল্পের পরিচালক ও প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন খ্যাতনামা ইতিহাসবেত্তা অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। এই প্রকল্পের ১৯৯৮ সালের একখানি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট আমাদের হাতে এসেছে। সেটা পাঠ করে ও তার সঙ্গে 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব বাংলাদেশ প্রজেক্ট' নামক পুস্তিকাটি পাঠ করে আমরা আশাবাদী হয়েছি যে, এই বিশাল যাগযজ্ঞ যথাসময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন হলে তা বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে। ইতোপূর্বে বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪–১৯৭১) তিনখণ্ডে সম্পাদনা করে বিশেষ কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। আমরা আন্তরিকভাবে এই মহান প্রকল্পের সাফল্য কামনা করি।